মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিবেচ্য অগ্রাধিকারগুলো

শরীফুল্লাহ মুক্তি

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ৩১ অক্টোবর ২০১৯

বর্তমান সময়ের একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হলো সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। আর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়। একটি বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা প্রতিফলিত হয় বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম কতটা যুগোপযোগী ও ফলপ্রসূ তার ওপর। বিদ্যালয় কতটা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া কতটা কার্যকর, বিদ্যালয়-পরিবেশ কতটা শিশুবান্ধব- এর সবকিছুই বিদ্যালয় উন্নয়নের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। বিদ্যালয় উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিদ্যালয়ের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবস্থা যেমন- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি), শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি (পিটিএ), বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কমিউনিটি, বিদ্যালয় সুপারভিশন ব্যবস্থা, শিক্ষকদের দক্ষতার উন্নয়ন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিদ্যালয় কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

বিদ্যালয় ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি ও উপাদানের সক্রিয়তা বিদ্যালয়ের উন্নয়নধারাকে প্রভাবিত করে। এই উপাদানসমূহ-ব্যবস্থাসমূহ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটির সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা অন্যটির গতিধারার ওপর অবস্থাভেদে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি সক্রিয় হয় তবে বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো পরিবেশ উন্নয়নে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যদি পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী কৌশল অবলম্বন করেন এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন, তবে তা বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে যদি অভিভাবকরা বিদ্যালয় উন্নয়নে সচেতন না থাকেন, বিদ্যালয়ের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ না রাখেন বা শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কে অভিভাবকগণ খোঁজখবর না নেন, আন্তরিক না হন; তবে বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। বস্তুত বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন বিদ্যালয় ব্যবস্থার আওতাভুক্ত সকল উপাদানের উন্নয়নের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একটি মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরিতে প্রধান শিক্ষককে অনেকগুলো দিকের প্রতি সুনজর দিতে হয়। এখানে কিছু বিশেষ দিক উল্লেখ করা হলো

যেগুলোর প্রতি বর্তমান সময়ে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।

প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্ব স্ব শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যবই শুদ্ধ ও সাবলীলভাবে পড়তে পারার যোগ্যতা অর্জন করানো। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেবেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করবেন। বছরের শুরু থেকেই বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠদানের সময় অবশ্যই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, পেছনে বসা শিশু, পিছিয়ে পড়া শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর প্রতি আলাদা গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

শ্রেণীশিক্ষক-বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রতিদিন বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যবই থেকে একটি প্যারা অথবা পৃষ্ঠা রিডিং পড়াবেন এবং পাঠ্যবই থেকে একটি প্যারা অথবা পৃষ্ঠা পঠনের-রিডিংয়ের জন্য বাড়ির কাজ হিসেবে দিতে হবে। পরবর্তী কর্মদিবসে শিক্ষক অবশ্যই তা শুনবেন এবং মূল্যায়ন করবেন। পঠন-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে দিক-নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

শিশুর হাতের লেখা সুন্দর ও শব্দভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে হাতের লেখা বাড়ির কাজ হিসেবে প্রদান করা। পরবর্তী কর্মদিবসে শ্রেণীশিক্ষক তা দেখবেন, মূল্যায়ন করবেন এবং সুন্দর লেখার জন্য উৎসাহিত করবেন। লিখন-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিকভাবে দিক-নির্দেশনা ও

প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদের সপ্ত-স (সঠিক প্রবাহ, সঠিক আকৃতি, সঠিক মাত্রা, সমান্তরাল, সমান্তর, সমশির, সমপদ) বজায় রেখে লেখার জন্য দিক-নির্দেশনা দেবেন এবং অনুপ্রেরণা জোগাবেন।

‘One day one word’ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা। শিক্ষার্থীদের শব্দ-ভা-ার বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম একটি করে নতুন বাংলা ও ইংরেজি শব্দ পড়া, বলা, লেখা ও বাক্যে ব্যবহার করা শেখানো নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য শিক্ষক শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদা রেজিস্টার ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের ডায়েরি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক সাপ্তাহিক মূল্যায়ন করবেন-প্রয়োজনে পুনরায় আলোচনা করবেন।

বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর থাকলে অবশ্যই তার ব্যবহার নিশ্চিত করা। নষ্ট থাকলে মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে শ্রেণী-কার্যক্রম পরিচালনা সময়ের দাবি।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক তৈরিকৃত সময়াবদ্ধ বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা যথাযথভাবে ব্যবহার করা। নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই বিষয়টি অবহেলিত। শিক্ষকরা নিজ নিজ ইচ্ছেমতো শ্রেণী-কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

শিক্ষক-সংস্করণ (যে সকল বিষয়ের পাঠ্যবই আছে), শিক্ষক-নির্দেশিকা (যে সকল বিষয়ের

পাঠ্যবই নেই- সংগীত, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু, ১ম ও ২য় শ্রেণীর ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) ও শিক্ষক-সহায়িকা (১ম ও ২য় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি) এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এগুলো আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রাখা যাবে না। শিক্ষকদের হাতের নাগালে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে গাইড বই বা নোট বই ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রতিটি শিক্ষককে অবশ্যই তার সমার্থ্য অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুর পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বুক কর্নার তৈরি করা এবং সম্পূরক পঠন সামগ্রীর (এসআরএম) যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। শিশুদের সম্পূরক পঠন সামগ্রী বেশি বেশি পড়তে দেয়া এবং রেকর্ড সংরক্ষণ রাখা। এ বিষয়ে একজন শিক্ষককে সুনির্দিষ্ট করে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। প্রতি বছর স্লিপ বরাদ্দ থেকে এবং স্থানীয় উদ্যোগে এসআরএমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

সকল শ্রেণীতে বেইজলাইন সার্ভে করে শিশুদের পাঠগত অবস্থান নির্ধারণ করা এবং সকল শিশু যাতে সাবলীলভাবে বাংলা ও ইংরেজি রিডিং পড়তে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। শিক্ষার্থীদের স্তরভিত্তিক-লেভেলভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা করা। শিশুদের দলগত কাজ ও প্রজেক্ট কাজ প্রদান করা। এ বিষয়ের প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। ৩য় থেকে ৫ম

শ্রেণীর প্রতি বিষয়ে প্রতি অধ্যায় শেষে অধ্যায়ভিত্তিক পরীক্ষা নিশ্চিত করা। নির্ধারিত ছকে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পাশাপাশি খাতাগুলোও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

শিশুদের জোড়ায় কাজ ও দলগত কাজ প্রদান করা। শিক্ষার্থীদের সব সময় বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। শিশুদের সৃজনশীল বিভিন্ন কাজের নমুনা বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করা। শ্রেণীকক্ষ শিশুদের সৃজনশীল কাজ দ্বারা সজ্জিত করে রাখতে হবে। তাছাড়া বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালা, পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, বিভিন্ন জাতীয় প্রতীক, মনীষীদের বাণী ইত্যাদি ব্যবহার করেও শ্রেণীকক্ষ ও অফিস কক্ষ সজ্জিত করা যেতে পারে।

প্রধান শিক্ষকের একাডেমিক সুপারভিশন জোরদার করা। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সহকারী শিক্ষকদের শ্রেণী-কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি কর্মদিবসে প্রধান শিক্ষক কমপক্ষে ২টি ক্লাস নির্ধারিত ছকে একাডেমিক সুপারভিশন করবেন।

শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে-প্রতি দুই মাস পর পর সকল শিক্ষকের স্ব-অনুচিন্তন ফরম পূরণ নিশ্চিত করা। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি নিশ্চিত করবেন এবং সহকারী শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের জন্য নিয়মিত পাক্ষিক সভার আয়োজন করা। প্রতিমাসের ১ম ও ৩য়

বৃহস্পতিবারে এ সভার আয়োজন করতে হবে। সভার আলোচ্য বিষয় অবশ্যই রেজ্যুলেশন-কার্যবিবরণী আকারে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। এ সভায় শুধুমাত্র একাডেমিক বিষয় আলোচ্যসূচি হিসেবে থাকবে। এ সভার উদ্দেশ্য থাকবে শিক্ষকের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করা।

শিক্ষকদের শিখন-শেখানোর মান উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ে লেশন-স্টাডি, মেন্টরিং, পেশাগত উন্নয়ন সভা, অভিজ্ঞতা শেয়ারিংয়ের মতো কার্যক্রম সব সময় চালু রাখা।

নিয়মিত এসএমসি সভার আয়োজন করা এবং সকল সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভার আয়োজন করতে হবে। শুধুমাত্র কাগজে-কলমে সভা হলে হবে না। বাস্তবে সব সদস্যের উপস্থিতিতে কার্যকর ও ফলপ্রসূ সভার আয়োজন করতে হবে।

নিয়মিত পিটিএ সভার আয়োজন করা এবং সকল সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি পিটিএ সভার আয়োজন করতে হবে। অনেক বিদ্যালয়ে এসএমসি সক্রিয় থাকলেও পিটিএ নিষ্ক্রিয়। বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য পিটিএকে সক্রিয় করা জরুরি।

সব অংশীজনের অংশগ্রহণে প্রতিবছর বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করা। বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (স্লিপ) স্থানীয় অনুদানের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। নীতিমালা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী

যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে। স্লিপ ও অন্যান্য বরাদ্দের বিল-ভাউচারসমূহ নিয়মমাফিক সংরক্ষণ করতে হবে। অনুমোদিত স্লিপ পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে টানিয়ে রাখতে হবে।

নিয়মিতভাবে মা সমাবেশের আয়োজন করা। মা সমাবেশে উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা নেয়া এবং সভার আলোচ্যসূচি ও গৃহীত সিদ্ধান্ত মন্তব্য বহিতে রেজ্যুলেশন-কার্যবিবরণী আকারে সংরক্ষণ করা। বছরে কমপক্ষে ১১/১২টি মা সমাবেশের আয়োজন করা অত্যাবশ্যক। মা সমাবেশের ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মায়েদের উপস্থিতি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের নিয়ে আলাদা মা সমাবেশের আয়োজন করা যেতে পারে। মা সমাবেশের আলোচ্যসূচি হতে পারে-সমসাময়িক ঘটনা, ভর্তি, ঝরে পড়া, নিয়মিত ও সময় মতো উপস্থিতি, পাঠোন্নতি, পরীক্ষার প্রস্তুতি, ফলাফল প্রকাশ, মিড-ডে মিল, শিশুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। মা সমাবেশের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ও ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা। উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা নেয়া এবং সভার আলোচ্যসূচি ও গৃহীত সিদ্ধান্ত মন্তব্য বহিতে রেজ্যুলেশন-কার্যবিবরণী আকারে সংরক্ষণ করা। বছরে কমপক্ষে ৫-৬টি অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা অত্যাবশ্যক। অভিভাবক

সমাবেশের আলোচ্যসূচি হতে পারেÑ বিদ্যালয়ের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, ভর্তি, ঝরে পড়া, মিড-ডে মিল, শিশুর আচার-আচরণ, নিয়মিত ও সময়মতো উপস্থিতি, পাঠোন্নতি, পরীক্ষার প্রস্তুতি, ফলাফল প্রকাশ, সমসাময়িক ঘটনা ইত্যাদি। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের আয়োজন হলেও অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন একেবারেই হয় না।

হালফিল মনিটরিং বোর্ড, হালফিল ক্যাচমেন্ট এলাকার ম্যাপ, অনুমোদিত ক্লাস রুটিন, সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ বক্স, নোটিশ বোর্ড যথাযথ স্থানে ঝুলিয়ে রাখা। সাপ্তাহিক ক্লাস-রুটিনে প্রথম ও শেষ পিরিয়ডে অবশ্যই প্রধান শিক্ষকের ক্লাস রাখতে হবে। সাপ্তাহিক রুটিনে প্যাক মিটিং, পাক্ষিক সভার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট থাকবে। বিদ্যালয়ের একটি বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা থাকবে। অফিস কক্ষ ও শ্রেণীকক্ষে অবশ্যই সচল ঘড়ি থাকবে। ডিজিটাল মনিটরিং বোর্ড তৈরি ও সব সময় মনিটরিং বোর্ড হালফিল রাখা। মনিটরিং বোর্ডে অবশ্যই বিগত কয়েক বছরের সমাপনী পরীক্ষার তথ্য থাকবে।

অফিস কক্ষ ও শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অফিস কক্ষ, শ্রেণীকক্ষ গুছিয়ে রাখতে হবে। ঝেড়ে মুছে সর্বত্র চকচকে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অফিস কক্ষে শিক্ষকদের পরিচিতি বোর্ড থাকতে হবে। প্রধান শিক্ষকের টেবিলে টিস্যু বক্স

এবং আফস কক্ষ ও প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষে ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য নির্ধারিত ঝুড়ি থাকবে।
বিদ্যালয় চলাকালীন সময় টয়লেট-ওয়াশব্লক শিশুদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখা। ওয়াশব্লকে ব্যবহারের জন্য অবশ্যই আলাদা স্যান্ডেল থাকবে। ওয়াশব্লকে অবশ্যই সাবান, হ্যান্ডওয়াশ, হারপিক, টিস্যু, টয়লেট ব্রাশ থাকবে। টয়লেট সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বদনা অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও চকচকে থাকবে।
সকল প্রকার রেকর্ডপত্র (রেজিস্টার ও ফাইল) হালফিল রাখা। যেমন- জরিপ সংক্রান্ত, ভর্তি সংক্রান্ত, ঝরে পড়া সংক্রান্ত, বই-বিতরণ সংক্রান্ত, উপবৃত্তি সংক্রান্ত, এসএমসি সভা সংক্রান্ত, পিটিএ সভা সংক্রান্ত, মা-সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ, মুভমেন্ট রেজিস্টার, ফলাফল রেজিস্টার, সমাপনী পরীক্ষার তথ্য, জমির তথ্য, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন সংক্রান্ত, স্টক রেজিস্টার, নৈমিত্তিক ছুটি সংক্রান্ত, ক্যাশবহি, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী সংক্রান্ত, চিঠিপত্র গ্রহণ সংক্রান্ত, চিঠিপত্র বিতরণ সংক্রান্ত, স্টাফ মিটিং সংক্রান্ত, সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণ রেজিস্টার, এসআরএম ব্যবহার রেজিস্টার, মামলা সংক্রান্ত, ইস্যু রেজিস্টার, হোমভিজিট, পাক্ষিক সভা, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন সংক্রান্ত ইত্যাদি।

শিশুদের সহাশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর প্রতি নজর দেয়া। শিশুদের শারীরিক, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক বিকাশের জন্য পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। যেমন- খেলাধুলা, গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন, নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, শিশুদের আন্তঃপ্রাথমিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি।

শতভাগ মিড-ডে মিল বাস্তবায়ন করা। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর সকল শিশুর বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার নিয়ে আসা নিশ্চিত করা। এ বিষয়ে অভিভাবকদের বিশেষ করে মায়েদের উদ্বুদ্ধ করা বিশেষ জরুরি। শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের সাথে বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার খাবেন। শতভাগ স্কুল ইউনিফরম নিশ্চিত করা। প্রত্যেক শিশুর কমপক্ষে ২ সেট স্কুল ইউনিফরম নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল ইউনিফরম অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। পাশাপাশি শিশুদের নিয়মমাফিক নিয়মিত দাঁত ব্রাশ, চুল কাটা, নখ কাটা, জুতা পরে স্কুলে আসা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিও নজর দেয়া আবশ্যক। সকল শিশুর জুতা-সেন্ডেল পরে বিদ্যালয়ে আসা নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুদের শুদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত ও শপথ বাক্য পাঠ শেখানো। নিয়মিত দৈনিক সমাবেশ পরিচালনা করতে হবে। দৈনিক সমাবেশে শুদ্ধাচার কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সমাবেশে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। পতাকা স্ট্যান্ড লৌহদ-ের হতে হবে। ফ্যাকাশে-বিবর্ণ-ছেঁড়া পতাকা ব্যবহার করা যাবে না। বিদ্যালয়ে সামনে বাগান ও শহীদ মিনার থাকবে। সব শিক্ষককে নিয়মিতভাবে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হোম-ভিজিট করতে হবে। ভিজিটের পর ফরমগুলো গুছিয়ে পৃথক ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে উঠান বৈঠক করে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেমে সব সময় বিদ্যালয় ও শিক্ষকের তথ্য হালফিল রাখা, বদলিজনিত তথ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হালফিল করা। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের মোবাইল ফোন ব্যবহার পরিহার করা। শ্রেণীকক্ষে শ্রেণী কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক চেয়ার ব্যবহার না করাই উত্তম। শিশুদের দলীয় বা জোড়ায় কাজের সময় শিক্ষক বসে না থেকে শিক্ষার্থীদের কাজ মনিটরিং-পরিবীক্ষণ করবেন।

বরাদ্দ ও নীতিমালা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করা। সেগুলো কোনোভাবেই আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রাখা যাবে না। অবশ্যই শিশুদের খেলার সুযোগ করে দিতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে সামষ্টিক মূল্যায়ন না করে গাঠনিক, অনানুষ্ঠানিক ও

ধারাবাহিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। স্টুডেন্টস কাউন্সিল, ক্ষুদে ডাক্তার, কাব দলের কার্যক্রম জোরদার ও নিয়মিত করা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিশুদের নামের তালিকা অফিস কক্ষে টানিয়ে রাখতে হবে।

এখানে কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলো মাত্র। এছাড়াও মানসম্মত বিদ্যালয় তৈরিতে আরও অনেক বিবেচ্য অনুষঙ্গ বিদ্যমান। বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় এমন কিছু বিদ্যালয় রয়েছে যে বিদ্যালয়গুলোর যথেষ্ট খ্যাতি বা সুনাম রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের সফলতার পেছনে রয়েছে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উপাদানের সক্রিয়তা। তবে বিদ্যালয়ের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপাদনসমূহকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের আন্তরিকতা, প্রচেষ্টা, কর্মতৎপরতা ও ইতিবাচক মনোভাব জরুরি। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

[লেখক : প্রাবন্ধিক, শিক্ষা-গবেষক ও ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি), বারহাট্টা, নেত্রকোনা]
ahmsharifullah@yahoo.com